বাসন্তী।

গীতি নাট্য।

২১ শে চৈত্র ১৩১৪ সাল।

[illegible]নূর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

[illegible]রোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রী গু[illegible]স চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত



[illegible]স্কোয়ার জে. এন. বসু দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৩১৫।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

পুষ্পরথ	... ...	অপ্সরনায়ক।
রঘুবর	... ...	জনৈক শ্রেষ্ঠী।
কুড়োরাম	... ...	ধনবান বণিক।
চাকাদাস	... ...	কৃপণ প্রেমিক।
সুরেশ্বর	...	রঘুবরের বন্ধুপুত্র, ধনহীন যুবক।
হরিহর	.. ..	চাকাদাসের ভৃত্য।
নিবারণ	... ...	ছদ্মবেশী পুষ্পরথ।

প্রহরী।

স্ত্রীগণ।

বাসন্তী	... ...	স্বর্গের রঙ্গরাণী।
চিত্রলেখা	... ...	অপ্সর নায়িকা।
জয়া	... ...	রঘুবর শ্রেষ্ঠীর কুমারী কন্যা
মানিনী	... ..	কুড়োরামের স্ত্রী।
মৃণ্ময়ী	... ...	রঘুবরের পরিচারিকা
পুঁইসুন্দরী	... ...	ছদ্মবেশিনী অপ্সরা।

অপ্সরাগণ

প্রস্তাবনা।

গন্ধর্ব্বলোক।

বাসন্তী, চিত্রলেখা ও

সখিগণ।

জেগেছিল মনে বাসনা।
শুধু জাগা হ'ল সার—হৃদিভার—
আশা পূরে না বুঝি পূরে না।
এ সুখ বসন্তে সই করেছি মেলা,
সেজে ব'সে কার আশে সারাটা বেলা,
সাঁজে শশীর খেলা—প্রাণ উতলা—
কোথা হে প্রেমিক বঁধু কাছে এসনা॥

বাসন্তী। চিত্রলেখা!

চিত্র। কি রাণী!

বাসন্তী। চিরদিনই মানুষ কামনার অপূরণে কষ্ট পায়—এক রাত্রের জন্য তাদের সুখের স্বপনে ঢেকে দিতে পারিস?

চিত্র। হুকুম করলে কেন পারবো না রাণী! তবে যখনই তোমার আবির্ভাব, তখনিত তোমার আদেশে মানুষের চোখের ওপর মনের মতন ছবি আঁকি। তবুত মানুষের দুঃখ দূর করতে পারলুম না।

বাসন্তী। স্বভাবের দোষে মানুষ তোমার স্বপ্নের ছবি ভুলে যায়—স্বভাবের দোষে কষ্ট পায়, তাতে তোমার কি। তুমি তোমার

প্রকৃতি লঙ্ঘন করবে কেন? দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতক্ষণের জন্য বসন্ত আসে চিত্রলেখা! যেটুকু সময়ের জন্য আসে, সেটুকু সময়ের জন্যই বা তুমি মানুষের চোখে সুখের ছবি আঁকতে ছাড়বে কেন? সই! একটী রজনীর জন্য মানুষের শ্রমভার-নিমীলিত আঁখি-পলকের ভিতরে তার বাসনার ছবি জাগিয়ে তোল। যে যা দেখতে চায়, তাকে তাই দেখাও।

চিত্র। বহুমানে আদেশ গ্রহণ করলুম রাণী! কিন্তু মনের দোষে যে আমার ছবি ভেঙ্গে দেবে, তার বেলায় কি করব?

বাসন্তী। নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন—মনের দোষে যে ভেঙ্গে ফেলবে, তার ভাগ্যে চিরউত্তাপময় চিরমরীচিকাভরা সংসার মরুভূমি—সে জেগে তাতে বিচরণ করবে আর জ্বালায় জ্বলবে। শুন চিত্রলেখা! তোমার তাতে কোন অপরাধ হবে না।

চিত্র। বেশ রাণী—তা নাহলেই হ'ল—তা হ'লে নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করি।

বাসন্তী। তোমাকে আজ মধু যামিনীর রাণী করলুম—তোমার আদেশে আমার সমস্ত সহচর সহচরী কার্য্য করবে।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

চিত্রলেখার গীত।

সাঁতারের সাথী যদি পাই।
যত পারি ধরাধরি দূরে ভেসে যাই॥
সমীরণে দিয়ে ভর যাইগো চাঁদের ঘর
সুধা ধ'রে অধরে মিশাই—
ভেঙ্গেদি সরম বাঁধ কেটে দি শশীর ফাঁদ
ধরাপরে তারকা ঝরাই॥

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

গীত।

প্রাণ যদি উঠে নেচে ক'র না মানা।
হাত ধ'রে ভেসে চল ও কাচা সোণা ॥
নীলে দেব অঙ্গ ঢেকে এলিয়ে দেব বেণী,
ঝরিয়ে দেব মতির ধারা গেঁথে দেব চুনী।
ভেঙ্গে দেব সুধার-ঝারি ঝরবে ঝরণা—
ঘরে ঘরে ফুটবেলো ফুল
লুব্ধ ভ্রমর হয়ে আকুল—
করবেলো আনা গোনা ॥

পুষ্প। কোথা চিত্রলেখা! তাইত! এ বেশত আগে দেখিনি। এ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় চলেছ সই? নীলাম্বরে নব-বিকসিত কৌমুদীর পাড় দিয়ে, কুন্তলে অঞ্চলে তারকা গেঁথে নব কাদম্বিনীর বেণী দুলিয়ে—সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অধর সমীরণে দিয়ে ভর—আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই—কোথা—চিত্রলেখা?

চিত্র। পথ ছাড় পুষ্পরথ! রাণীর কার্য্যে আমি ধরণাতে চলেছি।

পুষ্প। এমন কি প্রয়োজন! এমন বাসন্তীনিশায়, প্রকৃতির লীলারঙ্গে না মেতে আকাশ-কানন ছেড়ে কঠোর মৃত্তিকায় এ কোমল চরণ বিক্ষত করতে চলেছ। আমিত সই, তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন কেমন করে ছেড়ে দেব.

চিত্র। এতক্ষণ কোথায় ছিলে গুণধর! কাজের সময় পথ আগ্‌লে বাধা দিতে এসেছ। যাও দেখি রাণীর কাছে, সমুচিত ফল পাবে। অফুটন্ত চাঁপার কলিতে হয় আবদ্ধ হবে, নয় গোলাপের গোড়ায় মাকড়সার জালে বাঁধা পড়বে।

পুষ্প। সত্যি ?

চিত্র। একবার যাওনা—তাহ'লেই টের পাবে এখন।

পুষ্প। তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব। যা থাকে অদৃষ্টে—বাঁচি কিম্বা মরি, তোর সঙ্গেই আমি মাটী আঁকড়ে পড়ে থাকবো। কিন্তু চিত্রলেখা শোন সই—আমি দোষী নই। বিকালে পূর্ব্ব গগণের কোলে আমি একটী রামধনু তইরি করছিলুম,—ছোট ছোট বারি বিন্দু একত্র গেঁথে তুষার রেখায় পরিণত ক'রে একটী বাণ তইরি করতে যাচ্ছিলুম—

চিত্র। কাকে বেঁধবার জন্যে সখা ?

পুষ্প। কাকে বেঁধবার জন্যে ? সে আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বিঁধে আসছে—কাকে বেঁধবার জন্যে ? সে রহস্য ক'রে কথা কইতে, কোমল ভ্রূভঙ্গে এখনও আমার হৃদয় বিদ্ধ করছে—চিত্রলেখা—প্রাণসই - তাকে বেঁধবার জন্যে।

চিত্র। কই বাণত আমার কাছে এল না।

পুষ্প। তাইত দুঃখ চিত্রলেখা ! সৃষ্টিমাত্র তাকে তোমার পানে ছুঁড়ে দিয়েছে—সৃষ্টিকাল থেকে সে আকাশপথে তোমার কাছে ছুটে আসছে—কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সে তোমার কাছে এল না।

চিত্র। কেন বল দেখি সখা।

পুষ্প। আমার বোধ হয়, সে তোমার হৃদয় খুঁজে পাচ্ছে না। পরের হৃদয় আঁকতে গিয়ে তুমি নিজের হৃদয় হারিয়ে ফেলেছ।

চিত্র। তা নয় পুষ্পরথ, 'পুরুষের প্রবঞ্চনা দেখে নারীর কোমল হৃদয় গলে গিয়েছে, তাই তোমার ছোঁড়াবাণ বেঁধবার বস্তু পাচ্ছে না।

পুষ্প। কি এতবড় অন্যায়—প্রবঞ্চনা—বলত চিত্রলেখা, কে সেই প্রবঞ্চক—আমি বাণটা ধরে এনে এখনি তার বুকে বেঁধে দিই—

চিত্র। সে প্রবঞ্চক তুমি !

পুষ্প। আমি—আমি ! সেকি সই—সেকি সই—কেমন ক'রে আমি !

চিত্র। রামধনু গড়ছিলেত, গায়ে ধুলো লাগলো কেমন করে ?

পুষ্প। তাইত—তাইত ! এত যত্ন করে রচা রামধনু—তাতে ধুলো লাগলো কি করে !

চিত্র। সত্যি করে বল কোথায় ছিলে, নইলে এখনি রাণীকে ডাক দেব।

পুষ্প। র'স—র'স ভেবে বলছি—

চিত্র। শিগ্গির বল—

পুষ্প। তবে বলব, আজ মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম। আমরা আকাশের পাখী—আকাশেই থাকি—আকাশের গায়ে গান ভাসাই—মানুষে কি ক'রে সময় কাটায়—কি সুখের গান গায় জানতে পারি না—তাই জানতে মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম। ধনীর ঘরে গিয়েছিলুম—দরিদ্রের ঘরে ঢুকেছিলুম—বিরহীর দোরে মাথা গলিয়েছিলুম—

চিত্র। গিয়ে দেখলে কি ?

পুষ্প। গিয়ে যা দেখলুম, তাতে হাসি রাখতে পারলুম না। সমস্ত ধরণীর ভেতর এমন একটাকেও দেখলুম না যে সম্পূর্ণ সুখী, এমন একটাকেও দেখলুম না, যার একটা না একটা কামনা নেই। যার পুত্র আছে তার পয়সা নেই, যার পয়সা আছে তার পুত্র নেই,

যার চোখ আছে তার সুমুখে রূপ নেই, যার সুমুখে রূপ আছে তার চোখ নেই—

চিত্র। বল কি !

পুষ্প। যার রূপসী কন্যা আছে তার পাত্রস্থ করবার পয়সা নেই—যার পয়সা আছে তার কন্যার রূপ নেই—

চিত্র। ঠিক হয়েছে—চল দেখে আসি।

পুষ্প। এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বণিক, পুত্রের অভাবে কাতর হয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে তার একটী কন্যা হয়ে মরে গিয়েছিল, সে অতুল ধন সম্পদ বুকে ক'রে, তারই জন্যে শোক করছে। আর এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, একটী পরমাসুন্দরী বালিকা—প্রায় তোমারই মতন—কিন্তু মাতৃ-হীন গরীব—অর্থাভাবে তার বাপ মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে পাচ্ছে না। কিন্তু একজনকে দেখে আমি হাসতে হাসতে মাটীতে গড়াগড়ি খেয়েছি, সেই জন্যেই সর্ব্বাঙ্গে আমার ধুলো লেগেছে।

চিত্র। কে সে সখা ?

পুষ্প। সেও এক জন ঐশ্বর্য্যবান—কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। ছেলে মেয়ে পৌত্তুর দৌহুত্তুরে তার ঘর বোঝাই। তবু সেই বয়সেই সে আবার বিবাহ করবার জন্যে পাগল হয়েছে।

চিত্র। বস্ এতক্ষণ পরে আমার ছবি আঁকবার জিনিষ মিলেছে—এস সখা! সহায় হও, কোথায় কে কি বাসনায় ব্যাকুল, একবার দেখাও—রাণীর আদেশ—আজ মধুযামিনীতে এক রাত্রির জন্যে সকলের চক্ষে সোণার স্বপন অঙ্কিত করবো। যে সরল চোখে চাইবে সে জেগেও সেই ছবি দেখতে পাবে—

যে কুটীল সেই কেবল জেগে বিপরীত দেখবে। এস সখা আমার সহায় হও—

পুষ্প। বেশ, চল—আকাশের পাখী - কেবল নীল আকাশের মধুমাখা বাতাসেই প্রাণপূর্ণ করেছ—তারার বাগানেই উল্লাসে নেচে নেচে বেড়িয়েছ—পৃথিবীতেত পা দাওনি। ভবঘোরেত কখন পড়নি। চল একবার ঘুরে আসি। স্বপ্নের ফুল মাথায় নিয়ে চল ফুলরাণী একবার ভবের বাজারে বেচা কেনা করে আসি।

দ্বৈত গীত।

উভয়ে। থাকে যদি খঞ্জন গঞ্জন আঁখি।
পলকে পুলক মাখি, সোণার স্বপনে ঢেকে রাখি॥

চিত্র। দূরদেশ হ'তে বঁধু ধরিয়ে আনি,
তরল আঁচলে তোর বাঁধি সজনি।

পুষ্প। (আমি) পিয় পাশে পিয়া আনি স্থির দামিনী।

উভয়ে। ফুলকলি পাশে অলি রবে কি বাকি॥

সখীগণ। টুটে যাবে সরমের ফাঁস,
উথলিবে মদন বিলাস;
মধুমাসে এই অবকাশ —
মরম ঢালিয়ে দিব দিব না ফাঁকি।
পথ ভুলে এস চলে—এস সখা—এস সখী॥

বাসন্তী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঘুবরের গৃহসম্মুখস্থ পথ।

রঘুবর ও জয়া।

জয়া। এরই মধ্যে ফিরে এলেন যে বাবা ?

রঘু। যে জন্যে যাচ্ছিলুম তা হলোনা। কাজেই ফিরে না এসে আর করবো কি ?

জয়া। আপনার বন্ধু সাহায্য করলে না ?

রঘু। বন্ধু থাকলে তো সাহায্য করবে।

জয়া। তিনি নেই ?

রঘু। একমাস হলো তিনি মারা পড়েছেন! ব্যবসাতে লোকসান হয়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সেই দুঃখে হৃদ্‌রোগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। তাঁর এক ছেলে—নাম সুরেশ্বর, সেও মনের দুঃখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

জয়া। তা হলে কি হবে ?

রঘু। আর কি হবে মা—সর্ব্বস্বান্ত হলুম। সব তো আগেই গিয়েছে—পৈত্রিক ভিটে—তাও রাখতে পারলুম না। কুড়োরামের কাছে সাতদিন মাত্র সময় নিয়েছি, এই সাতদিনের মধ্যে তার দেনা না শুধতে পারলে সে সমস্ত বিষয় আশয় ক্রোক করে নেবে।

জয়া। কুড়োরামের দেনা কি কিছুতেই শোধ গেলনা ?

রঘু। আর গেল কই? আসলের চারগুণ শুদ দিয়েছি—তবু তার আসলের এক পয়সাও শোধ গেলনা।

জয়া। তাহলে কি করবে বাবা?

রঘু। কি করবো—কি করবো আর বুদ্ধিতে যে আসছেনা মা! রোগে, মনস্তাপে, তোমার জননীর শোকে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, তায় ওপর ঋণের চিন্তা। কোন যায়গায় চাকরি ক'রে গতর খাটিয়ে যে শোধ দোবো সে ক্ষমতাও নেই। মা, অযোগ্য সন্তান জন্মেছিলুম, বংশের মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না, পিতৃকুলের নাম ডুবিয়ে ফেললুম! অযোগ্য পিতা—তুমি একমাত্র কন্যা—তোমাকেও যে সৎপাত্রে দোবো তাও পারলুম না! ভিখারীর মেয়েকে কোন্ ভাগ্যবানে বিয়ে করবে!

জয়া। চাকাদাস শেঠের কাছে যাননা কেন। শুনেছি সেতো আমার ঠাকুর দাদার একজন আমলা ছিল। আমাদের বাড়ীই চাকরী করে সে এখন অগাধ ধনের অধিকারী হয়েছে। চাকাদাস কি আপাততঃ টাকা দিয়ে আমাদের বিষয়টা রাখতে পারে না?

রঘু। মনে করলেই পারে।

জয়া। তবে তার কাছে একবার যাননা কেন!

রঘু। গিছলুম বইকি।

জয়া। সেকি সাহায্য করতে চায়না? অমনিতো নিচ্ছেন না। আপাততঃ কুড়োরামের হাত থেকে উদ্ধার করে রাখা। তার পর আপনার চিরকালই কি এমনি যাবে? সময় ফিরলে শুধে দেবেন।

রঘু। তাতো তাকে বলেছিলুম।

জয়া। সে একসময়ের চাকর তো বটে—তার টাকা কি আমরা খেয়ে বসে থাকবো? সময় হলেই শুধে দোবো।

রঘু। সে সব বলেছি মা।

জয়া। সেকি সাহায্য করতে চায়না ?

রঘু। সাহায্য করতে চেয়েছিলো কিন্তু যে সর্ত্তে চেয়েছিলো তাতে তার সাহায্য নেওয়াকি, তার মুখ দর্শন করবো না মনে মনে ঠিক করেছি।

জয়া। সে কি বলে ?

রঘু। কি বলে আর তোমার কাছে কি করে বলবো মা। কুড়োরাম তো সুদখোর, তার চোখের পরদা না থাকতে পারে, কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ মনিবের দুঃসময়ে তাকে তীব্র রহস্য করতে পারে তার মতন নরাধম আর নেই।

জয়া। কি বলেছে বাবা ?

রঘু। এই যে বললুম—তা তোমার কাছে কি করে বলবো মা! পাষণ্ডের বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, তাই সে ফের বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছে।

জয়া। বুঝেছি—

রঘু। মা! নরাধম আমাকে বলে কি তোমার কন্যাটী আমাকে দাও, আমি সব টাকা শুধে দিচ্ছি।

জয়া। তা ঋণের চেয়ে কি পাপ আছে বাবা ?

রঘু। তা নেই সত্য, কিন্তু দেখে শুনে আমার সোণার প্রতিমাকে ঘাটের মড়াকে ধরে দোবো! তার চেয়েও কি পাপ আছে মা ? ফুল তুলতে যাচ্ছো তুলে নিয়ে এসো। আমি একবার বন্ধুর ছেলের অন্বেষণ করবো। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে সে আমার তোমারই মতন প্রিয়। তাকে পেলে তোমাকে ধরে দিই। তারপর আমার আর কি—সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে বেড়াবো।

নাও মা দেরি করোনা, কুল-দেবতার ভাগ্যে বোধ হয় বেশী দিন আর তোমার ফুল পাওয়া হয় না। [প্রস্থান।

(মানিনীর প্রবেশ।)

মানিনী। আঃ এক চোকো বিধেতা! যে খেতে পায়না তার ঘরে কুকুর বাচ্ছার মতন ছেলে পাঠাচ্ছিস! আর আমাকে একটা কানা খোঁড়া ছেলে দিতেও কি তোর হাতে আগুন লেগে গেছে! এত দেবতার দোরে মাথা খুঁড়লুম—চণ্ডী, মাকুণ্ডী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ—কত ঠাকুরের কাছে মানোত করলুম, কেউ কিছু করলে না। দেবতাগুলোও কালে জুয়াচোর হয়ে পড়লো! ফাঁকি দিয়ে আমার সব সিন্নিগুলো খেয়ে ফেললে? আরে মর্ কে তুই? আরে—চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি?

জয়া। কেও শেঠগিন্নী?

মানিনী। যা যা আর শেঠগিন্নী বলে আদর কাড়াতে হবে না। রূপের ঠেকারে একেবারে মাটিতে পা পড়ছে না দেখছি যে—তবু যদি বাপের এক কড়া মুরোদ থাকতো! আ—মর্।

জয়া। মিছি মিছি আমাকে গাল দিতে লাগলে কেন বাছা?

(কুড়োরামের প্রবেশ।)

কুড়ো। কি কি—হলো কি?

মানিনী। কাঙ্গালের মেয়ের এত অহঙ্কার কেন? অহঙ্কারের গোড়া আমার হাতে—মুচড়ে দিলে কোন চুলোয় যাস্ তা জানিস?

কুড়ো। আরে হলো কি—হলো কি—ছুঁড়ী তোর অপমান করলে নাকি?

জয়া। আমি পেছন ফিরে যাচ্ছি, তুমিইতো আমার পিটে এসে পড়লে! তুমি চোখে দেখতে পেলেনা, তাতে আমার দোষ?

মানিনী। দেখলে দেখলে—আবাগী চোক তুলে গাল দিলে?

কুড়ো। কি! দেনায় বাপের মাথা আমার কাছে বিক্রী—তার মেয়ের এত অহঙ্কার। চলে আয় মানু চলে আয়। আমি আজই এর বিহিত করছি।

মানিনী। তোমারই জন্যেতো এই সব অসৈরণ সইতে হয়। বার বার বলি যে কাঙ্গালকে দয়া দেখিওনা।

কুড়ো। আর দেখাবো না—দেখিয়ে অন্যায় করেছি। দেখ্ জয়া ঘরে গিয়ে তোর বাপকে বলগে যা—কাল সকালের মধ্যে সে যদি টাকা শুধতে না পারে তাহলে বাড়ী থেকে তোদের দূর করে দেবো।

জয়া। কালকের মধ্যে কেমন করে দেবে?

কুড়ো। কেমন করে দেবে তা আমি কি জানি? সে না দিতে পারে, তুই থুবড়ো মেয়ে হয়ে রয়েছিস, তুই রোজগার করে দে।

জয়া। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

মানিনী। আর মায়া কান্না কাঁদতে হবেনা।

কুড়ো। চাকাদাস বাবু টাকা দিতে চাইলে বেটার অহঙ্কারে টাকা নেওয়া হলোনা। মেয়ে রাজপুত্তুরকে দেবে বলে পাঁড় করে রাখা হয়েছে। গুরুজনের মান জানেনা। চলে আয়।

জয়া। দোহাই বাবু—মাপ চাচ্ছি—রাগ করোনা।

মানিনী। যা যা—গোড়া কেটে আগায় জল!

(সুরেশ্বরের প্রবেশ।)

সুরে। কি গা! ব্যাপারখানা কি? তাইতো এ তোমরা কি করছো? বুড়ো মিন্‌সে মাগীতে প'ড়ে একটা ছোট বালিকাকে কাঁদাচ্ছো!

মানিনী। আরে মল হাড় হাবাতে ছোঁড়া—মাগি—

কুড়ো। এত বড় স্পৰ্দ্ধা মিন্‌সে! কে তুই?

সুরে। আচ্ছা ভুল হয়েছে—খোকা আর খুকী। তা খোকা-মনা আর খুকিমনি এ মেয়েটাকে কাঁদাচ্চো কেন?

কুড়ো। পাজি ব্যেটা তামাসা? লোক চেনোনা? এই এখুনি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো তা জানিস?

সুরে। কই দে দেখি ব্যেটা কাকভুষুণ্ডি—দেখি তোর কত বড় ক্ষমতা?

মানিনী। ওগো মারবে নাকি গো?

কুড়ো। চলে এস মানু চলে এস—গুণ্ডা—গুণ্ডা। যা ব্যেটী ঘরে যা। সঙ্গে গুণ্ডা ছোঁড়া নিয়ে লড়াই করতে এসেছিস? তোর বাবাকে বলগে যা, তার কোন বাবা তাকে বাড়ীতে রাখতে পারে—গুণ্ডা—গুণ্ডা—চলে এস মানু, চলে এসো। [প্রস্থান।

জয়া। কেন ওদের চটিয়ে দিলেন? আমি হাতে পায়ে ধরে ওদের ঠাণ্ডা করছিলুম। এখন কি হবে? কাল যে আমাদের পথে বসতে হবে—তার কি?

সুরে। পথে বসতে হবে কেন?

জয়া। সৰ্ব্বস্ব ওদের কাছে বাঁধা—মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী।

সুরে। বটে! তাতো বুঝতে পারিনি। তোমাদের সৰ্ব্বস্ব ওই নরাধমের কাছে বাঁধা?

জয়া। সৰ্ব্বস্ব! কাল যদি ও আমাদের তাড়িয়ে দেয়, তাহলে একেবারে আমাদের গাছতলা আশ্রয় করতে হবে।

সুরে। তাইতো গা! তাহলে তো তোমার বড়ই ক্ষতি করলুম।

জয়া। তাতে তোমার দোষ কি? তুমি ভাল করতে এসেছিলে—আমার বরাতে মন্দ হয়ে গেল। তা তুমি করবে কি? ওরা বড় নিষ্ঠুর। আসলের চারগুণ সুদ ওরা বাবার কাছে আদায় করেছে, তবু আসল ঋণ শোধ হলো না।

সুরে। কত টাকা ঋণ জান?

জয়া। ঠিক জানিনা। তবে শুনেছি অনেক—প্রায় দশ হাজার টাকা। বাবা রোগ শয্যায় পড়ে ঋণ করেছিলেন।

সুরে। আচ্ছা। আমি যদি তোমাদের হয়ে বুড়োর হাতে পায়ে ধরি?

জয়া। ধরে লাভ?

সুরে। কিছুদিনের জন্যে যদি তোমাদের ঘর দোর ক্রোক করা স্থগিত রাখতে পারি?

জয়া। তাতেই বা কি, আমরা ওর দেনা কেমন করে শুধবো, তাতো বুঝতে পারছি না।

সুরে। আমি একবার শোধবার চেষ্টা করে দেখবো?

জয়া। তুমি কে?

সুরে। কি বলবো—এখন আমি ভিখারী—আমার পিতা একজন ধনবান শ্রেষ্ঠী ছিলেন। আমি অদৃষ্ট গুণে কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত।

জয়া। তুমি কি করে শুধবে?

সুরে। শেঠের ছেলে পয়সাই নেই—কিন্তু পয়সা রোজগারের কি বুদ্ধিও নেই।

জয়া। আমার বাবা যদি তোমার পয়সা না নেন?

সুরে। কেন নেবেন না তাতো জানি না। যদি না নেন অন্য উপায়েও তো পরিশোধ করতে পারি।

জয়া। কি করে ?

সুরে। তোমার বিবাহ হয়েছে ?

জয়া। না।

সুরে। তোমার জন্যে কোন রাজপুত্তুর পাত্র সন্ধান করে আনবো। তোমার যে রূপ, তুমি যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো করবে।

জয়া। তুমি একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা করনা ?

সুরে। এখন নয়, ফিরে এসে। তোমার বাবার নাম কি ?

জয়া। রঘুবর শ্রেষ্ঠী।

সুরে। (স্বগত) তাইতো এ যে আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা। কি আশ্চর্য্য, দুয়েরই অবস্থা এক হয়েছে !

জয়া। দেখা করতে চাও তো আমার সঙ্গে এসোনা।

সুরে। তোমার নাম কি ?

জয়া। জয়া।

সুরে। জয়া ! যদি দেখা করবার যোগ্য হই তো দেখা করবো। তোমার পিতা আমার পিতৃতুল্য, আমি না জেনে তাঁর অনিষ্ট করলুম। জয়া ! দারুণ মর্ম্মবেদনা—যদি ফেরবার যোগ্য হই তো ফিরবো—নইলে আর নয়। [প্রস্থান।

জয়া। তাইতো এ কার সঙ্গে কথা কইলুম। বাবার বন্ধুর পুত্র নয় তো ? হা ভগবান ! এমন অভাগিনী করেও পাঠিয়েছিলে যে, কেবল লোকের মনে কষ্ট দিতে এসেছি। আমাকে পেয়ে অবধি বাবা দুঃখী, মা দুঃখে দেহত্যাগ করেছেন, কে একজন কোথা থেকে গরীব বলে দয়া করতে এলো, তারও চোখে জল ফেলালুম। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

চাকাদাস ও মৃণ্ময়ী।

চাকা। ও মেয়েনো মেয়েনো! বলি ঠমকে ঠমকে চলেই চলেছো যে, গরীবের কথায় একবার কান দাও। ও মেয়েনো—

মৃণ্ময়ী। তামাসা কর কেন বাবু! আমরা গরীব পেট ভরে ত্বেলা খেতেই পাই না—আমাদের ঠমক হবে কিসে?

চাকা। তা মুখের কাছে খোরাক ধরে রেখেছি—খাবেনা তা কি করবো।

মৃণ্ময়ী। মুখের কাছে ধরলেই বা খেতে পারছি কই। আজ খাওয়াবে, কাল গলা টিপে উগরিয়ে বার করে নেবে।

চাকা। বলি এই বসন্তের নব প্রভাতে একটা টেকো হাতে কোথায় চলেছো?

মৃণ্ময়ী। এই বুড়ো হয়েও মিনসেগুলোর রস মরেনা দেখে—তাদের গলায় দড়ী দেবার সুতো কাটতে চলেছি।

চাকা। ক্রুদ্ধ হয়োনা—মেয়েনো—ক্রুদ্ধ হয়োনা।

মৃণ্ময়ী। আমরা গরীব, আমাদের রাগে কার কি আসে যায়। নাও পথ ছাড়—কাজে যাই।

চাকা। বলি—জোগাড় করে দিতে পারলেনা?

মৃণ্ময়ী। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন বাবু! তার বাপ রয়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা করো, পাড়া পড়শীরে আছে তাদের জিজ্ঞাসা কর।

চাকা। পাড়া পড়শীরে কি করবে?

মৃণ্ময়ী। বেশ তারা না পারে, তার বাপ তো রয়েছে।

চাকা। সেটা গোঁয়ার গোবিন্দ! মেয়েটা রাণী হবে তা বোঝে না।

মৃণ্ময়ী। তবে আর আমাকে বলছো কেন বাবু! আমি তো আর মেয়ের মা নই।

চাকা। মায়ের বাড়া! মেরনো! তুমি আছ তাই বাপে ঝীয়ে খেয়ে বাঁচছে। তুমি যদি চরকা কেটে রঘোটার সাহায্য না করতে তাহলে কি আমাকে এত কষ্ট পেতে হয়। দুদিন খেতে না পেলে আমাকে মেয়েটা দিতে পথ পেতো না।

মৃণ্ময়ী। তা আর কি করবো বাবু! আজন্ম তাদের খেয়েই মানুষ হয়েছি। আজ তার দুঃসময়, তাদের জিনিষ তাদের খাওয়াচ্ছি, তাতে বলবার কথা কি আছে। তুমিও তো খেয়েছো, এ সব ধন ঐশ্বর্য্যি কার হতে হলো তাতো আমার জানতে বাকী নেই।

চাকা। আচ্ছা—ও কথা ছাড়ান দে।

মৃণ্ময়ী। তোমরা বড় লোক, তোমরা যা কর তাই সাজে।

চাকা। আচ্ছা সাজে তো সাজে! এখন পারবি?

মৃণ্ময়ী। পথ ছাড়।

চাকা। মেরনোরে নিদয় হয়ো না।

মৃণ্ময়ী। এ তোমার কি স্বভাব বাবু। ছেলেপুলে নাতি নাতনীতে ঘর বোঝাই। এ বয়সে আবার বিয়ে করতে সাধ যায়গা!

চাকা। মেরনোরে বুঝতে পারলি নি—আমার অবস্থা কি বুঝতে পারলিনি? আমি যতক্ষণ বাইরে বাইরে আছি, ততক্ষণই

বেশ আছি। ঘরে গিয়ে সবাইকে দেখতে পাই, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাইনা। মেরনোরে দারুণ বিরহ অহরহ দুঃসহ—

মৃণ্ময়ী। তাহলে এক কাজ কর। কালুরায়ের মাদুলী পর, সে মাদুলী গলায় পরলে বাঘ পালায়, আর তোমার বিরহ পালাবে না ?

চাকা। সে মাদুলী তোর গলায় মেরনো—দয়া করে জয়াটাকে দিয়েদে।

মৃণ্ময়ী। বালাই,বাছাকে আমার রাজপুত্রে নিয়ে যাবে। জেনে শুনে ঘাটের মড়াকে দিতে যাবো কেন ?

চাকা। কি বললি বেটী—ঘাটের মড়া !

মৃণ্ময়ী। তাকি আবার টাটকা—বাসি।

চাকা। দেখ্ এই ঠিকুজী দেখ্।

মৃণ্ময়ী। রেখে দাও তোমার ঠিকুজী।

চাকা। আরে দেখ্না বেটী—রাগিস কেন—নষ্ট কোষ্টী উদ্ধার।

মৃণ্ময়ী। ও সাতগুষ্টি উদ্ধার হলেও বিশ্বাস করি না। কাগজ দেখিয়ে বয়স লুকুতে এসেছো।

চাকা। মেরনো মেরনো ও মেরনো—

মৃণ্ময়ী। নাও পথ ছাড়বে তো ছাড়।

চাকা। দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ।

মৃণ্ময়ী। ও বিরহ কি এখানে মিটবে—একেবারে চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানায় হিসেব নিকেশ দেবার সময়—যখন পেঁচো নাবদোর রুলের গুঁতো খাবে তখন মিটবে। নবিবের চুরি করে বড় মানুষ হলেই হয় না।

চাকা। কি বললি পাজী বেটী, চুরি—

মৃণ্ময়ী। তাহলে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গবো নাকি? কুলুচি গাইবো? কি অবস্থায় এসেছিলে মনে নেই?

চাকা। আচ্ছা এখন যা যা।---

মৃণ্ময়ী। দেখোনা যতই বলছি বাবু আমাকে ঘাঁটিয়োনা। বড় মানুষ হয়েছো বেশ হয়েছো! সেই রকম ইজ্জত রেখে চললে ভাল হয়না?

চাকা। আচ্ছা এখন যা, রাগ করিসনি, কিন্তু মেরনো একটু ভেবো। অনেক দিনের ভাব একটু মনে রেখো।

(হরিহরের প্রবেশ।)

হরি। বাবু—বাবু।

চাকা। কিরে কিরে?

হরি। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে।

চাকা। কোথায় রে কোথায় রে?

হরি। এই দিকেই আসছে।

চাকা। ভ্যালা বিপদই যা হোক—মেরনো।

হরি। আগে চলে যান চলে যান—এলো।

চাকা। দারুণ—দুঃসহ—মেরনো—অহরহ---

[হরিহর ও চাকাদাসের প্রস্থান।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। হাঁগা বাছা—এ দিকে বুড়ো চাকাদাসকে দেখেছ?

মৃণ্ময়ী। তুমি কি পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে?

সুরে। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

মৃণ্ময়ী। তুমি তার ছেলেত?

সুরে। হাঁ—

মৃণ্ময়ী। আহা, তাইত বলি—বাপের মুখখানি যেন বসিয়ে রেখেছে।

সুরে। তুমি কে ?

মৃণ্ময়ী। আমার মনিবের সঙ্গে তোমার বাপের ছেলে বেলায় কি ভাবই ছিল!

সুরে। তুমি কি রঘুবর বাবুর বাড়ী থাক ?

মৃণ্ময়ী। থাকি কি বাবু—আমি তাকে মানুষ করেছি। তোমার বাবাকেও আমি হাতে করে কত খাইয়েছি। তা তুমি চাকাদাস বুড়োর খোঁজ করছিলে কেন ?

সুরে। বুড়ো এখানে ছিল ?

মৃণ্ময়ী। ছিল বইকি, তুমি আসছ শুনেই পালালো।

সুরে। আজ এক মাস তাকে ধরবার চেষ্টা করছি—বেটা কেবল সরে সরে বেড়াচ্ছে ধরা দিচ্ছে না।

মৃণ্ময়ী। কেন, বুড়ো তোমাদেরও কিছু মেরেছে নাকি ?

সুরে। মেরেছে বলে মেরেছে—বাবা লাখ টাকা ওর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

মৃণ্ময়ী। আ হরি! সে কি আর পাবে!

সুরে। পাব না ?

মৃণ্ময়ী। বিশ্বাস ত হয় না। ওই রকম পাঁচ জনের মেরেই ওর পয়সা। দেখ, চেষ্টা করে দেখ।

সুরে। আমি ডুবেছি না ডুবতে আছি—টাকা না পেলে ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো। [প্রস্থান।

মৃণ্ময়ী। দেখ—চেষ্টা করে দেখ।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। কার সঙ্গে কথা কইছিলে দিদি !

মৃণ্ময়ী। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে—ওমা ! ও অত বড় হয়েছে, তা জানতুম না। অমন জানা ঘর, অমন সোণার ছেলে, তা তোর বাপ এ দিক উদিক ঘুরছে কেন ?

মৃণ্ময়ী। দিদি ! তুই এক কাজ কর্ দেখি—এই ফুলটো নিয়ে বাড়ীতে রেখে আয় দেখি।

মৃণ্ময়ী। তুই কোথায় যাবি ?

জয়া। একবার চাকাদাসের কাছে যাব।

মৃণ্ময়ী। ওমা ! সে বেটার কাছে তুই কি করতে যাবি ?

জয়া। দরকার আছে। এই ফুল নিয়ে ঘরে যা। কোথায় গেছি বাবাকে বলিসনি। [প্রস্থান।

মৃণ্ময়ী। তার কাছে তোর কি দরকার ? ও জয়া জয়া— তাইত ব্যাপার খানা কি ? চাকাদাসের কাছে জয়া জেনে শুনে— তাইত কি হ'ল কি হ'ল ! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চাকাদাসের গৃহ।

চাকদাস ও হরিহর।

চাকা। দরজা দে—দরজা দে—(কম্পন) বেটা খুন করবে বলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

হরি। আর কি এখানে আসতে কেউ সাহস করে।

চাকা। ওরে তবু কি জানিরে—মরিয়া মরিয়া—

হরি। (দরজা বন্ধ করিতে যাইয়া) বাবু বাবু !—

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। দূর তোর বাবু! চাকাদাস! যদি জীবনে মমতা থাকে ত আমার টাকা দাও।

চাকা। পাহারাওয়ালা—জমাদার—

সুরে। তারা আসতে আসতে তোমাকে শেষ করবো। টাকা দাও।

চাকা। কিসের টাকা?

সুরে। বাবা লাখ টাকা তোমাকে দিয়েছে।

চাকা। লেখাপড়া কই?

সুরে। বিশ্বাসে দিয়েছে, লেখাপড়া কি?

চাকা। (হাস্য) এক পয়সা কেউ কাউকে মিনি দলিলে দেয় না—

সুরে। দেবে না?

চাকা। ওরে বেটা কোতোয়ালীতে খবর দেনা।

হরি। পাহারাওলা—জমাদার—

সুরে। সাবধান—ঘর থেকে বেরুবিত তোর মনিবকে মেরে ফেলবো। (অস্ত্র বাহির করণ)

চাকা। ও বাবা—মেরে ফেলবে নাকি?

সুরে। কি বল চাকাদাস?

চাকা। আচ্ছা হিসেব করি।

সুরে। চল।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। চাকাদাস!

সুরে। একি জয়া তুমি এখানে?

জয়া। চাকাদাস!

চাকা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—জয়া—জয়া! উঃ! বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—

সুরে। চোপ্—(চাকাদাসের কম্পন)

জয়া। চাকাদাস! তুমি আমার পিতার ঋণ শোধ কর—আমি তোমাকে বিবাহ করবো।

চাকা। (উল্লাসে) হরে কৃষ্ণ—

সুরে। চোপ্—উল্লাস কিসের—আমি চোকের ওপর কি তা হ'তে দেব। আচ্ছা আমি লাখ চাই না—তুমি জয়ার পিতার ঋণ শোধ কর।

চাকা। রাগ ক'র না—রাগ ক'র না—তোমার সব টাকাই চুকিয়ে দেব—ওরে বাবুকে হাত পা মুখ ধোবার জল দে—জল দে—খাবার দে—

সুরে। না, চাকাদাস, আমি আর কিছু চাই না। তুমি এই বালিকার পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

চাকা। হবে হবে—ব্যস্ত হয়ো না—জয়া জয়া—কথা ঠিকত?

জয়া। আমি মিথ্যে কইতে আসিনি—তুমি আমার পিতাকে ঋণ মুক্ত করে আমাকে বিবাহ কর। তুমি যদি বিবাহ না করত স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু আমি প্রস্তুত।

চাকা। আমিও জয়া—জয়া—আমি তোমার বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

জয়া। তা হ'লে আজই শোধ করবে বল—

চাকা। আজ কি—এখনি—এস তোমারও টাকা দিই—জয়ারও ঋণশোধ করি।

সুরে। আমি এমন ক'রে টাকা চাই না। জয়া, দোহাই জয়া, —ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি যদি অন্য কোন উপায়ে তোমাদের দেনা শোধ করতে পারি, তা হ'লে এ নরাধমকে আত্মসমর্পণ করতে দেব না। প্রাণ থাকতে দেব না।

[জয়াকে লইয়া প্রস্থান।

হরি। বাবু! হয়েও কি ফসকে গেল?

ঢাকা। আর কি যায়—ও বেটার কি আছে তা শুধবে—লাভের মধ্যে লাখ টাকাটা যাচ্ছিল—সেটা বেঁচে গেল। নে চলে আয়—আহা জয়ারে জয়া—একটু খানি দয়া না, শিগ্‌গির যা, বন্ধু কোটী রামকে এখনি বলে আয়—টাকা আমি দেব, আর যেন কারও কাছে সে টাকা না নেয়। আমি কোতোয়ালীতে খবর দিয়ে রাখি—বেটা এলেই গ্রেপ্তার করিয়ে দেব।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

পুষ্পরথ ও চিত্রলেখা।

পুষ্প। কি সই—ভবের হাটের মজা দেখলে?

চিত্র। তাতো দেখলুম!—কিন্তু এরা কি নির্ব্বোধ! এই যে সব অধর্ম্মে ধন সঞ্চয় করছে, এরা কদিন তা ভোগ করবে ক'দিন এখানে থাকবে!

পুষ্প। সেইটেইত মজা!

চিত্র। তারপরত আমাদেরই হাতে পড়বে।

পুষ্প। সে যখন পড়বে, তখন বুঝে নেওয়া যাবে—এখন যা করতে এসেছি তাই কর।

চিত্র। বেশ—স্বপনের বাগানে ফুল ফোটাও।

তুলিয়া পঞ্চমে তান কোকিল ধররে গান
কর গান চকোর চকোরী।
পরি গলে ফুল মালা এস এস ফুল বালা
বীণা যন্ত্র চারু করে ধরি।
মিলায়ে প্রাণের সনে এসলো মোদের গানে
কামী জনে পাড়ি ভূমিতলে।
হিমালয়-নিদ্রা এনে মিলায়ে মলয় সনে
এস দিই চোখে তার ঢেলে॥

পুষ্প। মায়ালতা রস সমীরণ সনে
মাথায়ে ধরায় করিনু দান।
মুদিয়া যাইবে সবার নয়ন
ভাসিয়ে যাইবে সবার প্রাণ॥
কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায়
কোথায় চলেছি কি নাম কার।
সবাই ভাবিবে আকুল হইবে
ঘুম হ'তে কেহ পাবে না পার॥

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

নিদাঘের বেলা কুরঙ্গী আকুলা
পিয়াসে ছুটিনু তটিনী-কূল
পরশিতে নীরে, বন ঘেরা তীরে
একটী ফুটিয়া উঠিল ফুল।

পিপাসার বারি করিতে পান
গন্ধে আমারে দিলগো টান
পাছুতে নিষাদ ধরেছে বাণ
ছিঁড়িতে হৃদয় মূল।
হতাশে অবশ, হরিল বল
নিরস নয়নে পূরিল জল
তথাপি রে বিধি কি তোর ছল
পরাণ বেড়িয়া জড়ালি ভুল।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুড়োরামের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

কুড়োরাম ও মানিনী।

মানিনী। মুখে আগুন দেবতার—মুখে আগুন বিধেতার। একটা কানা খোড়া ছেলে মেয়েও দিতে পারলে না গা!

কুড়ো। দিয়েত ছিল, তাও ছাই রইল কই।

মানিনী। সে কি আর দিয়েছিল গা! তামাসা করেছিল। পাঁচমাসেই জন্মাল—ছেলে হ'ল কি মেয়ে হ'ল, তাও বুঝতে পারলুম না। হা ভগবান! বুঝতে পারলে তার নাম ধরেও নাহয় দুদণ্ড কাঁদতুম।

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। কি হ'ল! পুঁইমাচার তলায় ছেলে কাঁদে কে!

মানিনী। কে কাঁদবে! তুমিও যেমন—আমার ঘরে ছেলে কাঁদবে এমন দিনকি হবে। ও কার ছেলে কোথায় কাঁদছে। কোথায় খেতে পাবে না, পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খাবে—বেছে

বেছে হতভাগাগুলো সেই ঘরেই আসবে। আমার ঘরে এলে সোণার পালঙ্কে শোবে—ক্ষীর ননী মাখম খাবে—পাঁচটা চাকর দাসীতে কোলে ক'রে নাচাবে, তা এখানে তারা আসবে কেন ?

কুড়ো। যাক্, যা পাবার নয়, তার জন্যে আর দুঃখ করে ফল কি! এমন বরাত, লোকের একটা ভাগনি ভাগনা থাকে, তাও নেই।

মানিনী। তোমার না থাকলেত ক্ষতি ছিল না—আমারও একটা ভাই বন্ধু থাকতো ত তাদের ছেলে এনে মানুষ করতুম।

কুড়ো। যাক, আর ও চিন্তা ছাড়।

মানিনী। আহা বাছাকে আমার ওই পুঁইমাচার তলাতেই পুঁতে রেখেছিলুম।

কুড়ো। সে কথা তুলে আর কি হবে মানু! যাই, আর একটা বিষয় হাতে আসছে, সেটাকে আনি। তারপর একটী পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া যাক।

মানিনী। কাজেই বিষয় যখন করেছো তখন নামটা বজায় রাখতে হবেতো। আহা! বাছা আমার বেঁচে থাকলে ত্রিশ বছরের সা জোয়ান হতো। ছেলে হলে হতো রাজপুত্তুর—আর মেয়ে হলে—

কুড়ো। আর বলোনা মানু—আর বলোনা। প্রাণেশ্বরী, মেয়ে বেঁচে থাকলে হতো বিদ্যাধরী।

মানিনী। তার রূপের কাছে কি জয়া দাঁড়াতে পারতো!

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। তাইতো। আবার কান্না ওঠে যে!

মানিনী। তাইতো গো! পুঁই মাচার নীচেই যে শব্দ উঠছে।

(নিবারণ বেশে পুষ্পরথের প্রবেশ)

নিবা। হুজুর! হুজুর!

কুড়ো। কিরে কিরে—কিসের শব্দরে? (ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো কান্না যে ক্রমে বাড়ছে এগিয়ে দেখোনা।

কুড়ো। ও আঁটকুড়ীর বেটা এগিয়ে দেখনা কোথায় কার ছেলে কাঁদছে খোঁজ কর না।

নিবা। খোঁজ করিছি হুজুর।

কুড়ো। কার ছেলেরে—কার ছেলে?

নিবা। ছেলে নয়।

মানিনী। মেয়েরই মতন গলা বটে! কার মেয়েরে কার মেয়ে?

নিবা। মেয়ে নয়!

কুড়ো। ছেলে নয়, মেয়ে নয়—তবে কি!

নিবা। এক রকম কি!

(নেপথ্যে—মা! মা! ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো! মা, মা করে কাঁদে যে গো।

কুড়ো। তাইতো, এতক্ষণ ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছিল—ভাল বুঝতে পারছিলুম না। এখন স্পষ্ট মা—মা বলছে যে। ও আঁটকুড়ীর বেটা কি দেখলি বল।

নিবা। এতক্ষণ হুজুর কল বেরুচ্ছিল—তাই ট্যাঁ ট্যাঁ করছিল এইবারে গজালো।

(নেপথ্যে—বা! বা! ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো আবার বাবা বাবা করে যে গো—তোমাকে ডাকে যে গো।

কুড়ো। তাইতো—তাইতো!

নিবা। এইবারে গাছ হ'লো।

কুড়ো। গাছ হবে কিরে—বাবা—বাবা—করে গাছ হবে কিরে!

নিবা। আর দেখতে দেখতে হয়ে পড়লো হুজুর—আর হবে কি!

কুড়ো। কি হয়েছে খুলে বলবি তো বল—নইলে তোকে মেরেই ফেলবো—পাজী নচ্ছার হতভাগা পাষণ্ড নিবে—

নিবা। হুজুর কি ওখানে কখনো কিছু পুঁতেছিলেন!

মানিনী। কেন বল দেখি?

নিবা। তুমি আমাকে ওইখানে পুঁইগাছ পুঁততে বললে না? আমি মাটিটা জলদে ভিজিয়ে যেমন চারাটি পুঁততে যাবো,—অমনি মাটীর ভেতর থেকে ট্যাঁ করে একজন গজিয়ে উঠলো।

উভয়ে। বলিস কি—বলিস কি তারপর।

নিবা। তারপর—যেমন আমি সেটাকে মাটী চাপা দিতে গেছি, অমনি ম্যা করেই হাত পা ছুঁড়েই ডালপালা বার করে ফেললে।

উভয়ে। তারপর?

নিবা। তারপর আর কি। বাবা বলছে আর হাঁ করছে আর চারিদিকে শেকড় গেড়ে গুঁড়ি হচ্ছে।

কুড়ো। তাহলেই ঠিক হয়েছে। মানু—মানু—তোমার গর্ভের ছেলে পুঁতলে গাছ হবে—সে কি মরে।

মানিনী। ওগো চলগো—কি হলো দেখে আসি। বাবা হলো কি মা হলো। ওগো ত্রিশ বছর বাছা আমার জল পাইনি গো।

নিবা। ও বাবা! তাই! ত্রিশ বছর জল পাইনি—যেমন জল পেয়েছে অমনি কিলবিল করে কেঁচোর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

মানিনী। কইরে চল চল দেখি।

নিবা। এই যে—এই যে নাটী উসখুস্ করছে।

কুড়ো। ওরে জল আছড়া দে—জল আছড়া দে।

মানিনী। ওরে কেঁদে কেঁদে বাছার বুঝি দম আটকে গেলরে—তোল তোল!

কুড়ো। ওরে বাবারে এ্যাক! গরুড়! গরুড়!

মানিনী। ষাট! ষাট!—বলকি—মেয়ে—মেয়ে—আমার বাছা—পুঁইমাচা থেকে বেরিয়েছে—আমার পুঁইমণি—

কুড়ো। মেয়েকিরে!

মানিনী। দূর কানা মিন্‌সে - আমার পদ্মফুল গোবরগাদা থেকে বেরুচ্ছে—দেখতে পাচ্ছনা।

পুঁই। ম্যা—

মানিনী। কি মা—কি মা! ওগো শোন—কর্ণ জুড়ুনো মা কথাশোন—

পুঁই। ব্যাবা—

মানিনী। শোনো শোনো—জন্মসার্থক কর—কানে কি তুলো দিয়ে রেখেছিস মিনসে—

কুড়ো। তাইত—তাইত—একি ব্যাপার মান্নু!

নিবে। ওগো হাঁ করেছে—হাঁ করেছে—

কুড়ো। তাইত—তাইত—দুধ! ওরে নিবে দুধ আন্।

পুঁই। আমি কোলা ব্যাং খাবো।

কুড়ো। এই এই—গরুড়! গরুড়!—

মানিনী। গরুড়-গরুড় করছকি—বাছা ত্রিশ বছর মাটীর ভেতর ছিল—সেখানে কি দুধ আছে—তা খাবে। বাছা আমার ব্যাং খেয়ে বেঁচে আছে,।

কুড়ো। বটে বটে দুধ—দুধ—ওরে নিবে দুধ—(পুঁই-সুন্দরীকে দুগ্ধদান)

মানিনী। খাও মা আমার, পেটভরে দুধ খাও।

পুঁই। ম্যা—

নিবে। ওগো চোক্ ঘোরাচ্ছে।

মানিনী। কিমা! কিমা!

পুঁই। আমি বিয়ে করবো।

মানিনী। ওগো—ওগো! শোন শোন—পুঁইমণি আমার বলে কি শোন।

কুড়ো। দূর! বিয়ে করবে কি!

মানিনী। কি আমার মেয়ে আইবুড়ো থাকবে।

নিবে। পাত্র দেখবো—পাত্র দেখবো—

মানিনী। এখনি—পাত্র দেখ, নিবে পাত্র দেখ।

[নিবের প্রস্থান।

কুড়ো। কি পাগলামি করছ মানু! এমেয়েকে তোমার বিয়ে করবে কে?

পুঁই। আমি রাঙাবর বিয়ে করবো।

মানিনী। ওই শোনগো—ওই শোন—জন্মেই বুঝি পুঁইমণি আমার বিরহে মারা যায়।

কুড়ো। আরে দূর মাগী—এ মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

(পুষ্পরথ ও সুরেশ্বরের প্রবেশ)

নিবে। মিলেছে—পাত্র মিলেছে—

সুরে। আমি বিয়ে করবো—কই কুড়োরাম বাবু! তোমার মেয়ে—

কুড়ো। ওই আমার মেয়ে—ওকে বিয়ে করতে পারবে ?

পুঁই। আমি রাঙা বর বিয়ে করবো।

মানিনী। তা বাবু! তুমি যদি আমার মেয়েকে নাও—তা'হলে যা কিছু আমার আছে, সবই তোমার।

সুরে। এই মেয়ে! (স্বগতঃ) এত একটা পেত্নী—তাইত কি করি—জয়া জয়া—তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি এই ত্যাগটা স্বীকার করতে পারবো না।

কুড়ো। কি ভাবছ, পারবে—

নিবে। বিয়ে ক'রে ফেল বাবু! বিয়ে ক'রে ফেল।—দেখছো না—কচি কচি হাঁ!

কুড়ো। তুই বেটা থাম।

নিবে। মাটী চাপাছিল বলে হাত পা ভাল গজায়নি—ওই চাঁচি কুমড়োর ভেতরে সব আছে। চাঁদনাতলার জল গায়ে লাগলেই—ফরফর করে সব গজিয়ে উঠবে।

কুড়ো। পাজী বেটা! থামতে পারনা—

মানিনী। কেন নিবেত ঠিক বলেছে—এই সবে বাছার চোক ফুটছে, এর পর সুবিধে মত হাত পা'বার করবে।

কুড়ো। কি বল—

সুরে। পারি, তুমি যদি আমাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে দশহাজার টাকা দাও।

কুড়ো। আর তুমি টাকাটা হাত করেই সরে যাও।

সুরে। আমি চুক্তি পত্রে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।

কুড়ো। বেশ, চল—তাহ'লে সন্ধে কেন—এখনি টাকা দিচ্ছি।

মানিনী। এস বাবা—এস বাবা—এস—দশহাজার বলছ কি, সবই তোমার!

পুঁই। ট্যাঁ—ট্যাঁ!

মানিনী। আবার ট্যাঁ ট্যাঁ কেনরে বেটী! এই যে তোর রাঙ্গা বর হল।—

নিবে। ওগো দুধ খেয়ে পুঁইমণি জাবর কাটছে—

মানিনী। তোর বাবা জাবর কাটুক—নে চল্—মাকে নিয়ে চল্।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চাকাদাসের কক্ষ।

চাকাদাস ও জয়া।

চাকা। জয়া—জয়া—প্রাণের জয়া—তুমি আবার এসেছ!

জয়া। এসেছি—ঋণের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে এসেছি। ঋণদায়গ্রস্ত পিতার কষ্ট দেখে এসেছি। চাকাদাস বাবু, আমাকে গ্রহণ্ ক'রে, তুমি আমার পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

চাকা। সব করবো—জয়া—প্রাণের জয়া—হৃদয়েশ্বরী—আমার হৃদ্‌বৃন্দাবনের প্রেমবিহ্বলা কিশোরী—মরি মরি—কি মাধুরী! সব করবো—সব করবো—জয়া—তুমি আর হয়োনা নিদয়া।—

জয়া। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কুড়োরাম আমার পিতাকে লাঞ্ছিত করছে—

চাকা। আর তার সাধ্য কি—তুমি যখন আমার হয়েছ, তখন আর কার বাবার ক্ষমতা তোমার বাবাকে লাঞ্ছিত করে। সব করবো ? তোমাকে গ্রহণ করবো, আর তোমার বাবাকে ঋণমুক্ত কববো। প্রাণেশ্বরী—কাছে এস—একবার প্রাণেশ্বর বল—একবার বাহুলতা প্রসারণ করে আমার প্রাণের বিরহকে আঁকড়ে, তাকে চেপে মেরে ফেলতে ফেলতে বল, "প্রাণেশ্বর !" তোমায় আমি কত ভালবাসি! কেবল ভালবাসি—ভালবাসার ওপর বাসি—দিবানিশি পাশাপাশি হাসাহাসি আর ভাসাভাসি।

জয়া। আমি তোমার এ সকল কথা কিছু বুঝতে পারছি না ! পিতার মলিনমুখ, ছলছল চোখ দেখে এসেছি—

চাকা। সব সেরে যাবে—সব সেরে যাবে। দু'দশহাজার টাকার কথা কি বলছ—আমার সর্ব্বস্ব তোমার হবে।

জয়া। কই, দাও—আমি সর্ব্বস্ব চাই না—সামান্য অর্থ—পিতার ঋণ—কই চাকাদাস বাবু, দাও।

চাকা। ব্যস্ত হয়োনা—যখন তুমি আমার, তখন সব তোমার।

জয়া। মুখে বলছ না প্রাণে বলছ ?

চাকা। প্রাণে প্রাণে—হৃদয় কমলের মাঝখানে। দেখ দেখ বিশ্বাস না হয়ত নখ-কুড়ুল দিয়ে চিরে দেখ। বিরহ—দারুণ দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ জয়া সেই বিরহ আগুনে জল দাও, আর আমার সিন্দুকের চাবী নাও।

জয়া। তাহ'লে কি করতে হবে বল।

চাকা। তোমার বাপকে নিয়ে এস—সে এসে গিরিমেণ্ট

লেখাপড়া ক'রে দিক—আর সমস্ত ঋণের টাকা চুকিয়ে নিয়ে যাক্। ডান হাতে চুক্তি আর বাঁ হাতে টাকা।

জয়া। আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না, চাকাদাস বাবু!

চাকা। হা হা হা—কি জান জয়া—তুমি নাবালিকা—রাজার আইন বড় কড়া—নাবালকের সহিত গ্রাহ্য হবে না। জয়া! দুনিয়াটা ছলনা—নইলে তোমায় বিশ্বাস করবো না! তোমার চাঁদমুখ, মরি মরি—বিশ্বাসের লবঙ্গলহরী।

জয়া। হুঁ—তাতো বুঝতে পারিনি।

চাকা। তারপর কি জান জয়া! তুমি যখন আমার প্রাণেশ্বরী তখন তোমার কাছে গোপন করব না। আমার অনেক দুঃখের টাকা, তোমার প্রাণটা এখনও ফাঁকা ফাঁকা। সঙ্গে সকল কুয়ের গোড়া, দেখেছি একটা উচক্কা ছোঁড়া। তোমার বাপকে আন—বিবাহের চুক্তি কর—টাকা নাও।

জয়া। সেও যে আমার মতন ভিখিরী—তার চোখের জলে ত আমার ঋণ শোধ হবে না।

চাকা। তাতো হবে না—কিন্তু কি জান—সে বেটা মায়াবীর চোখের জল—তোমারও প্রাণটা তরল—ও দুই তরলের মাঝখানে চাকাদাসের টাকা—প্রাণেশ্বরী—ডুবুরী লাগালেও আর খুঁজে বার করতে পারবো না।

(রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। জয়া—জয়া রক্ষা কর্—মর্ম্মবেদনা দিস্‌নি—আমার সর্ব্বস্ব যাক্—তোকে নিয়ে আমি পথে পথে ভিক্ষা করবো।

চাকা। ওই শোন—ওই শোন

রঘু। তথাপি এ অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের হাতে তোকে দিতে পারবো না।

জয়া। দোহাই পিতা রক্ষা করুন, আমি সন্তুষ্ট চিত্তেই এখানে এসেছি—সব বুঝে এসেছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যেদণ্ডে কুড়োরাম আপনার হাত ধ'রে আপনাকে ঘরের বার করে দেবে, সেই দণ্ডেই আমি আত্মহত্যা করবো—দাও বাবা, অনুমতি দাও।

রঘু। একান্তই শুনবিনি।

জয়া। একান্তই শুনবোনা। আপনি সই ক'রে দিন, দিয়ে ঋণের টাকা গ্রহণ করুন।

রঘু। চাকাদাস! কাগজ কলম দাও—কি লিখতে হবে বলে দাও।

চাকা। এস এস—অন্য ঘরে এস ডান হাতে চুক্তিতে সই কর, বাঁ হাতে টাকা নাও।

সকলের প্রস্থান

সুরেশ্বরের প্রবেশ।

সুরে। কই, কোথায় জয়া? টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কই কোথাও ত তাদের দেখতে পাচ্ছিনা। তার বাপকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনা কেন? জয়া জয়া—তবে কি আমার কেবল পণ্ডশ্রম হ'ল—তুচ্ছ টাকা নিয়ে একটা প্রেতিনীকে বিবাহ করতে হ'ল—যার উদ্ধার সংকল্পে এ কাজ করলুম, তাকে কি তাহ'লে রক্ষা করতে পারলুম না। বালিকাও আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেতের হাতে পড়ল! জয়া—জয়া।

[প্রস্থান।

(জয়া ও রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। কি করলি মা! এখনও আমার হাত কাঁপছে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। জয়া! এত কি তোর অভিমান হ'ল যে, শ্মশানের যাত্রীকে আত্মসর্পণ করলি!

জয়া। কিছু দুঃখ করবেন না বাবা, আমার বরাতে বৃদ্ধ স্বামী আছে, আপনি কি করবেন। নিন্, এই টাকা এখনি কুড়োরামকে দিয়ে আসুন।

(সুরেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

সুরে। এইযে এইযে—জয়া জয়া—আমি তোমার বাপের জন্যে টাকা এনেছি।

জয়া। হা ভগবান, এতক্ষণ পরে!

রঘু। তুমি—তুমি পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে সুরেশ্বর! আ সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশ করলি—অপেক্ষা করতে পারলিনি।

সুরে। কি করেছ!

জয়া। আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে এসেছি।

সুরে। আবদ্ধ হয়েছ—আর আমি যে তোমাকে উদ্ধার করতে দুর্গন্ধময় পঙ্কে ডুব দিয়ে এলুম।

জয়া। সেকি—কি করলে সুরেশ্বর বাবু?

সুরে। কি করলুম! বলতে আমার ন্যক্কার আসছে। আমি এক প্রেতিনীকে বিবাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এসেছি।

জয়া। হা ভগবান, তোমারও আমার মতন অদৃষ্ট!

সুরে। আমার অদৃষ্টে যা থাক, তোমাকে আমি কখনও পিশাচের হাতে পড়তে দেব না।

(চাকাদাসের প্রবেশ)

চাকা। কি, কি গোলমাল কিসের ?

স্নুরে। চাকাদাস বাবু—এই তোমার টাকা নাও—নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দাও।

চাকা। টাকা—টাকা! তা দিতে ইচ্ছে কর দিতে পার, তবে কি জানো চুক্তি—তাতে আমার বড় ভক্তি।

স্নুরে। আমার পিতার গচ্ছিত লাখ টাকা, তার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি—তার ওপর আবার টাকা দিচ্ছি।

চাকা। তোমার বাপের টাকা—মিনি খতে রাখা—উঃ! সে কতবড় ন্যাকা—হাতে আমি আকাশের চাঁদ পেয়ে, আমি তোমাকে ধরে দিই—কি প্রাণেশ্বরী! আমাকে কি বোকা পেয়ে ঠকাতে এসেছিলে ?

জয়া। না চাকাদাস বাবু!

চাকা। প্রাণেশ্বর বল—পয়সা দিয়েছি—প্রাণেশ্বর বল—যা একবার আমার সিন্দুকে ঢুকেছে, তা কখনও বেরোয়নি—আজ প্রথম বেরুলো—প্রাণেশ্বর বল—প্রাণেশ্বর বল।

জয়া। আমি যখন তোমাকে আত্মবিক্রয় করেছি, তখন তোমাকে তোমার ইচ্ছামত সম্বোধন করতে আমার বাধা নেই। কিন্তু তুমি যদি এর পরে আমাকে না নাও!

চাকা। আমি তোমাকে নেবোনা ? প্রাণেশ্বরী—অহরহ—বিরহ—দারুণ দুঃসহ—তোমাকে আমি নেবোনা! তোমার বাপ বিবাহের এখনি উদ্যোগ করুক—আমি তাহলে আর তোমাকে ঘরে পর্য্যন্ত ফিরতে দিইনা। প্রাণেশ্বরি! মরি মরি—কি

বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—আর ঘরে যাবার দরকার কি! বল. এইখানেই পুরুত ডাকি।

রঘু। ছি—ছি—এ আমি কি করলুম! একটা এঁদো পুকুরে আমি সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলুম! এইনে জয়া তোর টাকা নে—আমি মোহে পড়ে কি করলুম বুঝতে পারলুম না—এই নে তোর টাকা—তোর যা অভিরুচি তাই কর। [প্রস্থান।

জয়া। তাইত কি করলুম! চাকাদাস বাবু! বাবা যখন টাকা ফেলে চলে গেলেন, তখন আমি কি করবো। আপনার টাকা নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দিন।

চাকা। কিছুতেই দেব না।

সুরে। ও টাকাও নাও—আমার টাকাও নাও—নিয়ে জয়াকে রেহাই দাও।

চাকা। কিছুতেই দেবনা। বাড়াবাড়ি করত রাজাকে চুক্তিপত্র দেখাব—মিষ্টি কথায় কাজ না হয়, চুলের মুটী ধরে টেনে এনে বিয়ে করবো। কে আছিস্? একে আর যেতে দিস্নি—ঘরের ভেতর পুরে রাখ।

নেপথ্যে পুষ্পরথ। হুজুর হুজুর!

চাকা। কিরে—কিরে।

নেপথ্যে। শিগ্গির এসো।

চাকা। কেনরে?

নেপথ্যে। ভারী মজা—শিগ্গির এসো—নইলে দেখতে পাবে না। শিগ্গির শিগ্গির।

চাকা। জয়া! শিগ্গির ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হও। আমি শিগগির বরমাল্য গলায় দিয়ে বিবাহ করতে যাবো।

নেপথ্যে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

চাকা। যাচ্ছিরে বেটা—আর দেখাদেখি করছ কি—আমার কাছে প্রবঞ্চনা চলবে না। আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।

জয়া। তাইত! তুমি কি করলে সুরেশ্বর!

সুরে। আমি যে তোমার জন্যে করেছি জয়া! কিন্তু করেওত কিছু করতে পারলুম না!

জয়া। আমার অদৃষ্টে যা ঘটবার তাতো ঘটেছে—তুমি আর মিছিমিছি কষ্ট পাও কেন? যাও—সুরেশ্বর—চলে যাও।

সুরে। কি হ'ল জয়া! হৃদয় যে তোমাকে দেখাতে পারছি না।

জয়া। আমিওত তোমায় দেখাতে পারলুম না সুরেশ্বর! তাহলে বিদায় নিই. ক্ষুদ্র পাখী না বুঝে ব্যাধের জালে বাঁধা পড়েছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। একি! জামাই বাবু! রূপেয়া লেকে. সাদীকো এগ্রিমেণ্ট করকে ভাগতা হ্যায় কাহে—ভদ্র আদমিকো কি য়্যায়সা কাম হ্যায়। চলিয়ে—চলিয়ে—হুজুর বোলাতা চলিয়ে—হুজুরকো বেটীকো সাদী করিয়ে।

সুরে। তাহলে চললুম জয়া।

জয়া। কোনমুখে একথা বলব—আমি.চললুম।

দ্বৈত গীত।

ভুলে ভুলে দেখা ভুলে মনে রাখা
ভুলে যাও সখা আমারে।

সুরে। যেমন দেখেছি হৃদয়ে বেঁধেছি

কেমনে ভুলিব তোমারে ॥

জয়া। (আমি) লুকাতে চলিনু আঁধার ভবনে

সুরে। (আমি) দিশাহারা ঘুরি বনে

জয়া। সুপনের খেলা

সুরে। জেগে কেন জালা

জয়া। রেখো মনে

সুরে। রেখো মনে

উভয়ে। বাঁধনে দু'জনে ভাসিয়া চলিনু তটিনীর দু টী পারে ॥

সপ্তম দৃশ্য।

চাকাদাসের বাটীর দরদালান।

চাকাদাস।

চাকা। তাইত হুজুর বলে কে ডাকলে? কই কাউকেও ত দেখতে পেলুম না।

(হরিহরের প্রবেশ।)

হরি। হুজুর—হুজুর—ভারী মজা!

চাকা। তুই কি আমাকে ডাকলি?

হরি। কই না!

চাকা। তবে আমাকে ডাকলে কে?

হরি। তা কি করে জানবো? আমি একটা মজা দেখে আসছি।

চাকা। কি মজা।

হরি। কুড়োরামের সঙ্গে একটা ছোঁড়ার কেজিয়া হচ্চে।

ছোঁড়াটা কুড়োরামের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে গ্রিমেণ্টে সই করেছে। সই করে টাকা নিয়েছে। এখন সে টাকা ফিরিয়ে দিতে চায়, বিয়ে করতে চায় না।

চাকা। কেন বল দেখি—

হরি। মেয়েটা নাকি একটা পেত্নী—ছোঁড়াটা টাকার লোভে বিয়ে করতে চেয়েছিল—এখন বুঝি মতি ফিরেছে।

চাকা। যা যা বারণ করে আয়—বারণ করে আয়—কিছুতেই যেন কুড়োরাম টাকা ফেরত না নেয়।

[হরিহরের প্রস্থান।

ঠিক হয়েছে—যেমন ছোঁড়া বদমায়েস, তেমনি জব্দে পড়েছে—বেটা আমার বিয়ে ভাঙচি দিতে এসেছিল! আমার প্রাণেশ্বরী স্বর্গের বিদ্যাধরী—সেটীকে নেবার চেষ্টায় ছিলে—ঠিক হয়েছে, বরাতে পেত্নী জুটে গেছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ।)

চিত্র। হাঁ চাকাদাস বাবু! আমি কি পেত্নী?

চাকা। য়াঁ য়াঁ—তাইত তাইত—কে তুমি?

চিত্র। আগে বলনা—আমি কি পেত্নী?

চাকা। য়াঁ য়াঁ—আমি ত এমন রূপ কখন দেখিনি।

চিত্র। জয়া সুন্দরী বিদ্যাধরী—আর আমি পেত্নী?

চাকা। তাইত তাইত—কে তুমি?

চিত্র। জয়ার জন্যে তোমার অন্তরঙ্গ বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—আর আমার বেলায় একটা দীর্ঘনিশ্বাসও তোমার নেই?

চাকা। ও! ও! তোমার জন্যে আমি আজন্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে পারি।

চিত্র। জয়ার জন্যে তুমি দশ হাজার টাকা দিতে পার, আর আমার জন্যে এক কড়া কাণা কড়িও খরচ করতে পারনা।

চাকা। ও! তোমার জন্যে আমি যথাসর্ব্বস্ব খরচ করতে পারি।

চিত্র। অথচ জয়ার জন্যে তোমার খরচ—আমার জন্যে তোমার এক কড়াও খরচ নেই।

চাকা। য়্যাঁ!

চিত্র! আমি ধনীর একমাত্র কন্যা—অগাধ টাকা—আমাকে পাবে—সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাবে।—

চাকা। একি সত্যি?

চিত্র। দেখ—আমার মুখ দেখ—আমার চোক দেখ—দেখে বোঝ সত্যি কি মিথ্যা।

চাকা। ও!! মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র। চাকাদাস বাবু, তাহ'লে জয়াকে ত্যাগ করে, আমাকে নিতে পার?

চাকা। খুব পারি—তুমি যদি আশ্বাস দাও—তাহ'লে এখনি পারি।

চিত্র। না, তুমি রহস্য করছ—বুঝি পারনা।

চাকা। কি পারিনা—তুমি হুকুম কর—বল আমার হবে—আমি দশ হাজার টাকাও ছেড়ে দিচ্ছি—জয়াকেও ছেড়ে দিচ্ছি।

চিত্র। উঁহু! বিশ্বাস হচ্ছে না।

চাকা। কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা?

চিত্র। তুমি জয়াকে দেখে কতবার প্রাণেশ্বরী বললে কিন্তু আমাকেত বললে না।

চাকা। তোমাকে—তোমাকে ? বলতে কেমন ভয় পাচ্ছি।

চিত্র। তবেইত হ'ল—আমাকেও নেবে, জয়াকেও নেবে—আমাদের দুই সতীনে খুনোখুনি বাধিয়ে তুমি মজা দেখবে।

চাকা। কখনই নেবোনা।

চিত্র। চাকাদাস বাবু! শুধু তুমি মুখই দেখছ, আমার কথাতো শুনতে চাইছনা।

চাকা। শুনছিনা—মধু মধু।

চিত্র। ওতো জলো মধু—একটু ঘন—একটু গান।

চাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমার ভাগ্যে কি তা হবে ?

চিত্র। আমিত শোনাবার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু তোমায় তাল দিতে হবে যে।

চাকা। এখনি দেবো—হাতে মাথায় পায়ে, গড়াগড়ি দিয়ে—যাতে হুকুম করবে।

চিত্র। বেশ তবে শোন।

গীত।

বঁধু ধীরে ধীরে হান নয়ন বাণ
যেমন দেখা পক্ষিয়ে পাখী উড়ে গেল প্রাণ
তোমার কোটর ঢোকা নয়নের মাঝে
গরীব তারা গেছে চুঁয়ে কটা হয়ে নিজেরই ঝাঁঝে,
তাতে কি কটাক্ষ সাজে—
ওতে পেটের পিলে চমকে ওঠে বুকে ধরে হাঁপের টান॥

কেমন ?

চাকা। চিটে চিটে চিটে মধু—মাছির মতন জড়িয়ে গেছি, রক্ষা কর—প্রাণ জর জর—প্রাণে—

চাকাদাসের গীত।

চাষা কি মদের স্বাদ জানে।
জহুরী না হলে প্রাণ জহর কি চেনে।
গলায় পেয়ে মতি-হার
বানর কি মান রাখে তার
কেটে করে ছারখার
ছড়িয়ে দেয় কচু বনে।
আমার হৃদয়-পিপায় সুধার লহরী.
দেখনা মাত্র কাটতে সাতার ঝাপ দিলে মরি
প্রেমের কি বাহাদুরী।
এইবার ভাসিয়ে তরি প্রাণ কিশোরী
হাল ধর তার মাঝখানে।

চিত্র। কই প্রাণেশ্বরী ত বেরুলোনা।

চাকা। বেরুবে-- দোহাই---বেরুবে----এখন কেমন খতমত খেয়ে যাচ্ছে।

চিত্র। তাহ'লে তুমি আমার -সুমুখে জয়ার সঙ্গে ওই ছোঁড়াটার বিয়ে দিয়ে দাও।

চাকা। ও ছোঁড়াটার সঙ্গে কুড়োরামের মেয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেছে।

চিত্র। আমিই যে কুড়োরামের মেয়ে।

চাকা। য়াঁ! সেকি! এই যে শুনলুল তার মেয়ে পেত্নী।

চিত্র। এই যে পেত্নী তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে।

চাকা। বা! বা!

চিত্র। বাবা আমাকে এতকাল লুকিয়ে রেখেছিল---কেন

রেখেছিল বলব—আমার মা বাপের ইচ্ছে, তারা আমাকে চোখের আড়াল করবেনা। তাই একটা মনের মতন ঘর জামাই খুঁজছিল। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে তাই ঘরজামাই হতে রাজী হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি সে জয়াকে ভাল বাসে, জয়া তাকে ভালবাসে। জেনে রাগে আমি তোমার কাছে এসেছি।

চাকা। য়ঁ্যা য়ঁ্যা—আমার এত ভাগ্য!

চিত্রা। ঈর্ষা—নারীর ঈর্ষা তুমি জাননা। নারী ঈর্ষায় ক্ষীর ফেলে নিম খায়—আমার বর যে জয়াকে ভালবাসে সেই জয়া তোমাকে বিয়ে করবে! আমি একটাও পাবনা, সে দু'টো পাবে! এও কি সহ্য হয়—তাই আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

চাকা। তা বেশ করেছ—কিন্তু ঈর্ষাতেই যদি এসেছ, তবে জয়াটাকে আবার ছোঁড়ার হাতে দিতে চাচ্ছ কেন?

চিত্র। কি করব—নিরুপায়—বাবা তার সঙ্গে আমার বিয়ের চুক্তি করে ফেলেছে। সেত জয়াকে না পেলে আমাকে ছাড়বেনা। ভিখিরীর অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারছিনা। তুমি ছোঁড়াটার সঙ্গে জয়াটার বিয়ে দাও।

চাকা। তার পরেই তুমি সটকে যাও।

চিত্র। বেশ আগেই আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর।

চাকা। বেশ বেশ—এখনি।

চিত্র। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

চাকা। তোমার বাপ যদি তোমাকে না দেয়।

চিত্র। না দেয়, তুমি জয়াকে ছেড়না। আমি বাড়ীতে

গিয়েই গলায় দড়া দিয়ে মরবার ভয় দেখাবো. তাহলেই বাবা দিতে পথ পাবে না।

চাকা। আহা! এত ভালবাসা—মরি মরি—এতদিন কোথায় ছিলে প্রা—প্রা—

চিত্র। বলনা প্রাণেশ্বরী!

চাকা। কেমন আটকে যাচ্চে।

চিত্র। আচ্ছা এর পরে সড়গড় হয়ে যাবে! দেখো যেন আমায় ভুলোনা।

চাকা। কেমন ক'রে তোমায় না দেখে বাঁচবো।

চিত্র। দেখ বাবা এলে লেখাপড়া পাকাপাকি করে নিয়ো।

চাকা। সে তোমায় বলতে হবেনা—এখন আবার বিরহ—দারুণ—দুঃসহ।

চিত্র। একটু হোক—একি কথা—জয়ার জন্যে অহরহ দারুণ দুঃসহ—আর আমার জন্যে একবেলাও হবে না। আর দেখ পাছে রাজা জানতে পেরে আমাকে হরণ করে নিয়ে যায়, এইজন্যে বাবা আমাকে কুৎসিত বলে রটিয়ে রেখেছে।

চাকা। বুঝেছি।

চিত্র। সে হাজার কুৎসিৎ বললেও তুমি শুনোনা।

চাকা। কিছুতেই না।

চিত্র। বাবা গ্রীমেণ্টো করবার ভয় দেখাবে।

চাকা। আমি অমনি ঘ্যাঁচ করে সই করে দেব।

চিত্র। তাহ'লে এখন আসি ভাই।

চাকা। এস ভাই এসো—জন্ম জন্ম এসো—কাছে ঘেঁসে বস।

চিত্র। দেখো—আমি যেতে না যেতে আবার না ভুলে যাও।

চাকা। ও বাবা!

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

(কুড়োরামের প্রবেশ)

কুড়ো। চাকাদাস বাবু, চাকাদাস বাবু!

চাকা। তাইত তাইত মেঘ না চাইতেই জল—আসুন—আসুন।

কুড়ো। বলত ভাই কি করি?

চাকা। ব্যস্ত নয়—ব্যস্ত নয়—বসুন, বসুন—ওরে এসেছেন—তিনি এসেছেন—আসন দে—আসন দে।

কুড়ো। থাক্—থাক্ আসনের কোনও প্রয়োজন নেই। এখন বল দেখি ভাই কি করি।

চাকা। বাপু বলুন—বাছা বলুন।

কুড়ো। সেকি—আজন্ম ভাই বলে এলুম—আজ বাপু বলবো কিহে—

চাকা। অবশ্য বলবেন—ভগবান আপনাকে বলতে দিয়েছেন।

কুড়ো। সে কি—তুমি যে আমার চেয়ে দশবছরের বড়।

চাকা। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—ও আমার দেড় পলে মাস আর পাঁচ পলে বছর—বসুন বসুন—বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে—ওরে উল্লুক গাধা—আসন—আসন।

কুড়ো। আসন নয়—আমি বসতে আসিনি—তোমার কাছে একটা পরামর্শ জানতে এসেছি। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর

ছেলে, আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে সই করে দশহাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

চাকা। বেশ করেছে।

কুড়ো। বেশ করেছে কিহে—আমার দশ দশ হাজার টাকা।

চাকা। আমি দেব—তুচ্ছ দশহাজার টাকা—আমি দেব।

কুড়ো। তার পর আমার মেয়ের বিয়ের কি হবে! আমি দেশ শুদ্ধ লোককে যে নিমন্ত্রণ করে বসেছি।

চাকা। বেশ করেছেন—লোকজন সব আসবে—খাবে ছাঁদা বাঁধবে।

কুড়ো। একি, তুমি পাগল হয়েছ নাকি!

চাকা। আপনার মেয়ের বিবাহ কি পড়ে থাকবে—আমি তবে রয়েছি কি করতে?

কুড়ো। তুমি রয়েছ কি—তুমি কি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে?

চাকা। করবো বলে চাতকের মতন আপনার আসা পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন আপনিও যক্ষি—আমিও যক্ষি—আমাদের ধন দুটো ছোঁড়া ছুঁড়িতে উড়িয়ে দেবে!

কুড়ো। তুমি সত্যি বলছ, না তামাসা?

চাকা। ও বাবা! আপনি গুরুজন, আপনাকে আমি তামাসা করবো।

কুড়ো। আমার মেয়ে কি রকম, তুমি জান?

চাকা। সেকি আর জানতে হয়—আপনাকেও জানি,

আপনার স্ত্রীকেও জানি—তাতে আপনার মেয়ে কেমন, তা আর জানবো না!

কুড়ো। আমার মেয়ে বড় কুৎসিৎ—

চাকা। আমি কুৎসিত বিবাহ করতে বড় ভালবাসি।

কুড়ো। তামাসা করনা চাকাদাস বাবু!

চাকা। দোহাই—তামাসা করছি না—বিশ্বাস না হয়, এখনি গিরিমেণ্টে লেখাপড়া করে দিচ্ছি—সেই ছোঁড়ার টাকাটা পর্য্যন্ত দিয়ে দিচ্ছি—কুড়োরাম বাবু—অহরহ—দারুণ—বিরহ—দুঃসহ।

কুড়ো। তা হলে ভালই হয় যে হে—বা! বা! কি বরাত কি বরাত! তোমার মতন বিজ্ঞ জামাই যদি পাই, তাহলে কি সেই উড়নচোড়ে ছোঁড়াটাকে মেয়ে দিই—ছোঁড়া আমার টাকা নিয়ে জয়ার বাপকে দিতে গেছে।

চাকা। আসুন আসুন—সই করে দি।

কুড়ো। এখনি।

চাকা। এখনি—শুভস্যশীঘ্রং—ওকি আর দেরি করতে আছে।

কুড়ো। তাইত—ব্যাপারত কিছু বুঝতে পারছি না—আমার মেয়েকে দেখে এ কি করে তার জন্যে পাগল হ'ল। যাই হ'ক—দেখতে পাচ্ছি আমার বরাতে চাকাদাসের সম্পত্তিটে নাচছে।

চাকা। চলে আসুন—চলে আসুন। [উভয়ের প্রস্থান।

(চিত্রলেখা ও জয়া)

চিত্র। কান্না কিসের জয়া! এখনি তুমি মুক্ত হয়ে যাবে—ভাবনা কি?

জয়া। নিজে পায়ে শিকল বেঁধেছি—কেমন করে মুক্ত হব!

চিত্র। পিতার মুক্তিকামনায় যে আত্মোৎসর্গ করতে জানে, তাকে বাঁধে কে জয়া? নিশ্চিন্ত হও, কেঁদোনা—এখনি তুমি মুক্ত হবে।

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

(কুড়োরাম ও চাকাদাসের প্রবেশ)

কুড়ো। বস্ বস্ আর বলতে হবে না—আমি এখনি বিবাহের আয়োজন করছি।

চাকা বসন্ত বাগানে—ফুল মালঞ্চের মাঝখানে—বুঝে রাখুন—বিরহ—দারুণ—দুঃসহ।

কুড়ো সব মিটে যাবে—সব মিটে যাবে।

[কুড়োরামের প্রস্থান।

চাকা। এই যে—এইযে জয়া—যাও তোমার খোলসা।

জয়া। সত্যি বলছ চাকাদাস।

চাকা। আমার টাকা ফিরিয়ে দাও—আর চুক্তি পত্র দাও।

(পত্রদান)

জয়া। এইনাও—এইনাও।

[প্রস্থান।

চাকা। কি আনন্দ—কি আনন্দ—পাব টাকা—ভারা ভারা—সঙ্গে সঙ্গে অপসরা। জয়া গেছে—আপদ গেছে—আপদ গেছে—পয়সা দিয়ে কেনা—বাবা, স্বদে আসলে প্রেম বেরিয়ে যেতো—বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। চাকাদাস—

চাকা। য়্যাঁ য়্যাঁ—প্রাণে—

চিত্র। চোপ গাধা।

চাকা। একি গো! প্রেমের মুখেই বাধা।

চিত্র। আগে বিয়ে হোক।

চাকা। আচ্ছা আচ্ছা—তাহলে ঘরে যাও সেজে নাও।

চিত্র। সেজেতো নেবো—তারপর যদি ছোঁড়াটা এসে বলে তোমায় ছাড়বো না।

চাকা। ও বাবা! তাহলে উপায়।

চিত্র। তুমি কি তার কিছু ধার?

চাকা। কিছু।

চিত্র। ফেলে দাও—ফেলে দাও।

চাকা। এখনি দিচ্ছি—কিন্তু তুমি একবার বল তুমি রাধা আমি শ্যাম।

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

পুষ্প। এই কাঁধে বাড়ী বলরাম।

চাকা। ও বাবা! একি?

পুষ্প। এ আবার কি—নূতন বর হলে—একটু তামাসা করবো না? নাও, চল বসন্তোদ্যানে তোমাকে পুঁইসুন্দরীর হাতে সমর্পণ করে আসি।

চিত্র। আমিও ওদিকে সেজে গুজে বসে থাকি।

অষ্টম দৃশ্য।

বসন্তোদ্যান।

সখীগণ।

গীত।

ধর ধর্ ধর্।

প্রেমের ঝোঁকে অগম পাঁকে তলিয়ে গেল বর।
টিকিটি আছে ভেসে, টেনে ধর রোঁকে ক'সে
বঁধু নইলে খাপি খায়।
গোয়াল ঘরের বাঁধা বঁধু নয়কোত সে পর।
মাথা নেড়ে আসবে তেড়ে সর সর্ সর্।

১ম সখী। যে যেখানে আছ, সরে যাও, যদি কুচোখে দেখত চোখের মাথা খাও।

(বরবেশে চাকাদাস)

সকলে। হুলুধ্বনি।

(জয়া ও সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। চাকাদাস—নিষ্ঠুর চাকাদাস! তুমি আমার প্রাণেশ্বরীকে ঠকিয়ে নিয়েছ।

চাকা। আহাহা! রাগ ক'রনা।

সুরে। কি, রাগ করবোনা! আমার সঙ্গে কুড়োরামের মেয়ের বিয়ের চুক্তি—আমি রাগ করবো না!

কুড়ো। কি হয়েছে—কি হয়েছে।

সুরে। কি হয়েছে! আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের লেখা পড়া ক'রে, চাকাদাসকে দেওয়া।—

কুড়ো। আহা, না হয় টাকাটাই নেবে।

সুরে। তোমার খুচরো দশ হাজার টাকা নিয়ে আমার কি হবে। বিয়ে হ'লে আমি তোমার ক্রোর টাকার মালীক হতুম। আমি কিছুতেই পুঁইমণিকে ছাড়বো না।

চাকা। আহা ছাড় ছাড়—তোমার সুবিধে হবে—সুবিধে হবে।

১ম সখী। কি হয়েছে কি হয়েছে—আচ্ছা আমরা মীমাংসা করে দিচ্ছি।

চাকা। দাওত দাওত প্রাণসখীরে।—

১ম সখী। চাকাদাস বাবু, তুমি ওর লাখটাকা ফেলে দাও।

চাকা। তাই নাও তাই নাও—নিয়ে মিটিয়ে ফেল।

সুরে। বেশ, তাহ'লে আমার আপত্তি নেই।

সকলে। বেশ বেশ।

(পুষ্পরথের প্রবেশ।)

পুষ্প। গোলমাল মিটে গেল?

সকলে। গেছে গেছে।

সুরে। এই নাও জয়া—তেমার পিতৃঋণ পরিশোধ কর।

জয়া। এই নাও কুড়োরাম—ঋণের টাকা নাও।

চাকা। এই নাও—লাখটাকার হুণ্ডি নাও।

পুষ্প। তাহলে বউ আনি।

সকলে। আন আন্।

(পুঁইসুন্দরীর প্রবেশ)

পুষ্প। নাও চাকাদাস—তোমার প্রাণেশ্বরী এসেছে—একবার চারি চক্ষুর মিলন কর।

চাকা। ওরে বাবারে! ও কেরে?

সকলে। নাও হাতে হাত দাও।

চাকা। এই এই এই—ও বাবা! একি

পুঁই। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!—

চাকা। চোপ্ চোপ্—ওরে বাবা প্রাণেশ্বরী কোথায় তুমি।

পুঁই। এইযে এইযে—আমাকে চিন্তে পারছনা!—

চাকা। চোপ্ চোপ্—বাপ্ বাপ্— [পলায়ন।

কুড়ো। পালাবে কোথায় সই করেছ—পালাবে কোথায়?

[জয়া সুরেশ্বর ও সখীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চিত্রলেখার প্রবেশ।)

চিত্র ও পুষ্প জয়ার হাত ধারণ।

চিত্র। এই নাও সুরেশ্বর! তোমার নিস্বার্থতার ফল গ্রহণ কর।

গীত।

কুতুহলে উথলে মলয়।
পিয়ে নাও যার যত সাধ বিষাদ কর লয়॥
এ মধু চাঁদিনী রাতে এ মধু মাসে
ভেসে ভেসে চলে যাব
তয়ে তয়ে খুজে লব.
কোথা কে বিরহী ব'সে মুখ বিরসে।
তুলে লব ধীরে ধীরে যেথা ব্যথা রয়॥
যে যা চায় ধরে এনে দিবগো তারে
হাসি রাশি ঢেলে দিব চুমি অধরে
একটী সুখের নিশি বেশি কিছু নয়।
দাঁড়াও হে পাশাপাশি রসময়ি রসময়॥